রামমোহন লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুম

রামমোহন ২৫০ স্মারকগ্রন্থ

CamScanner

রাজা রামমোহন রায়
সার্ধ-দ্বিশতজন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

পরিচালন সমিতি

সভাপতি
সন্দীপন সেন

সহ-সভাপতি
সুবীর গাঙ্গুলী সুনন্দ সরকার আলো ভট্টাচার্য প্রসূন গাঙ্গুলি
মধুলিকা ঘোষ স্বাগতা দাস মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক মণ্ডলী
সুনীশ দেব সুবীর ভট্টাচার্য বাবুল দে
সিদ্ধার্থ দত্ত সুবীর গাঙ্গুলি

সমন্বক
শঙ্কর ভট্টাচার্য

যুগ্ম সম্পাদক
সুনীশ দেব সঞ্জিত মিত্র

কোষাধ্যক্ষ
সজল মিত্র

সদস্য
সুবীর ভট্টাচার্য নির্মল সিনহা চন্দন চ্যাটার্জি সরিতা ঘোষ বাবুল দে
পার্থ সেনগুপ্ত মৃত্যুঞ্জয় মিত্র অর্বিট পাল ঐশ্বর্য্যা দে কৌশিক মিত্র

আমন্ত্রিত সদস্য
রতন কুমার নন্দী বিমল রায়

CamScanner

যুগ-প্রবর্ত্তক রামমোহন—বিপিনচন্দ্র পাল ১১৪

A CRITICAL STUDY AND ESTIMATE OF RAMMOHUN ROY'S WORKS—Dr. Brajendranath Seal, M.A Ph.D ১২৩

ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায়—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার ১২৭

রামমোহন—ব্রাহ্মসমাজ না ব্রহ্মসভা—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৩

রাজা রামমোহন রায়ের গান—হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৫১

রামমোহনের গান—সুধীর চক্রবর্তী ১৫৮

রাজা রামমোহন রায়ের বৈষয়িক জীবন (১৭৯৭—১৮১৪)— শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ ১৬২

নতুন যুগের দিশারী রামমোহন—নরহরি কবিরাজ ১৭১

The Economic Ideas of Raja Rammohan Roy–Bhabatosh Datta ১৭৪

"তান্ত্রিক ব্রাহ্মাবধূত" রাজা রামমোহন রায়—শ্রীসমরেন্দ্র নারায়ণ বাগচী ১৭৯

The First Memorial Meeting In Calcutta To Do Honour To The Memory of A Great Indian Citizen ২০১

Raja Rammohan Roy on Law and Judicial System– Tapas Kumar Banerjee ২০৯

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়—নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২১২

বিভাগ গ : বর্তমান কালের লেখা

ঔপনিবেশিকতা, রামমোহন এবং তাঁর ভাষাসংগ্রাম—পবিত্র সরকার ২১৯

Rammohun Roy as Translator of the Upaniṣads–Ramkrishna Bhattacharya ২২৭

রাজদ্বারে, সংসদে চ—শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ২৩০

রাজা রামমোহন রায়; তাঁর শিক্ষা, সংগ্রাম ও মানবতাবাদের প্রাসঙ্গিকতা—অনিতা অগ্নিহোত্রী ২৪১

রাজা রামমোহন রায়ের বিজ্ঞান-ভাবনা—ডা. শঙ্করকুমার নাথ ২৪৫

ইতিহাসচর্চার কিছু নির্বাচিত প্রসঙ্গ—সুপ্রতিম দাশ ২৫৬

ঠাকুর পরিবারের আবেশে রামমোহন—অয়ন্তিকা ঘোষ ২৬৪

রামমোহনের নারী চিন্তন : মানবীবিদ্যাচর্চার গোড়ার কথা—স্বাতী গুহ ২৬৯

প্রথম যোদ্ধা: রামমোহন রায় ও সংবাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম—স্বাতী ভট্টাচার্য ২৭৬

রামমোহন রায় ও বাংলা ভাষা—যশোধরা রায়চৌধুরী ২৮৩

রামমোহনের ধারণায় ভারতে আইন ও বিচার—সৌমিত্র শ্রীমানী ২৮৯

রচনাপঞ্জি—একটি প্রাথমিক প্রয়াস—অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৭

রামমোহন রায়: প্রতিকৃতি ও প্রতিমূর্তি—বাবুল দে ৩০১

CamScanner

ঠাকুর পরিবারের আবেশে রামমোহন

অয়ন্তিকা ঘোষ

ঠাকুর পরিবারের তিন প্রজন্মের সঙ্গে রামমোহন রায়ের একটা স্বতঃস্ফূর্ত সংযোজনের রসায়ন ছিল। ইতিহাসনিষ্ঠভাবে তা আবেগধর্মী এবং আদর্শজারিত। রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) চিন্তানায়ক, সমাজ-সংস্কারক, বহু ভাষাবিদ, পণ্ডিত, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক এক উদার-হৃদয় ব্যক্তিত্ব তথা মনীষী। ইউরোপিয়ান বনাম সনাতনী পদ্ধতির দ্বৈত টানাপোড়েনে বাঙালির মন ও বিবেক যখন উদ্ভ্রান্ত; তখন আদর্শ অনুধ্যান ও জ্ঞাননিষ্ঠা দিয়ে রামমোহন তাকে স্থিতিশীলতা দিয়েছিলেন।

শুরুটা করা যাক প্রিন্স্ দ্বারকানাথ ঠাকুরের (১৭৯৪-১৮৪৬) কথা দিয়ে। কলকাতায় সদাগরি কাজের জন্য তখন ম্যাকিন্টস কোম্পানির রমরমা। এই কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপের সূত্রে যথেষ্ট ব্যাবসাবুদ্ধি বেড়েছিল দ্বারকানাথের। কোম্পানির গোমস্তা হিসেবে তিনি রেশন আর নীল কেনায় সাহায্য করতেন প্রথমদিকে; পরে নিজেই বিলিতি অর্ডার দেওয়া শুরু করেন। সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টার মিস্টার ফার্গুসনের সাহায্যে তিনি আইন বিশেষজ্ঞ হন এবং বাংলা, বিহারে বহু জমিদারের আইনবিষয়ক পরামর্শদাতা হয়ে ওঠেন। মাত্র ২৯ বছর বয়সে তিনি চব্বিশ পরগনার দেওয়ান হয়েছিলেন এবং পরে শুল্ক ও আবগারি বিভাগের দেওয়ান হিসেবে উন্নীত হন। ম্যাকিন্টস কোম্পানির কিছু অংশ কিনে নিয়ে স্বত্বাধিকারীও হয়েছিলেন। ১৮২৯ সালে প্রথম বাঙালি হিসেবে তিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। কিন্তু ১৮৩৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশে বাণিজ্য থেকে সরে যেতে বাধ্য হন দ্বারকানাথ ঠাকুর। অবশ্য থেমে থাকেননি কিছুতেই। কার-ঠাকুর কোম্পানি নামে নতুন কুঠি স্থাপন করেন, শিলাইদহে এবং অন্যত্র অনেক নীলকুঠি কিনে নেন, রানিগঞ্জের কয়লাখনি ইজারা নেন, রামনগরে চিনির কারখানা বানান, বহু জনহিতকর কাজে জড়িয়ে পড়েন। হিন্দু কলেজ, মেডিকেল কলেজ ও জমিদারসভা স্থাপন, ইংলন্ড ও ভারতের মধ্যে ডাক-বিনিময়ের দ্রুত ব্যবস্থা, সতীদাহ-নিবারণ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে দ্বারকানাথ অগ্রণী ভূমিকা নেন। ঠিক এই সূত্রেই তিনি রামমোহন রায়ের প্রধান সহায়ক হয়ে ওঠেন। লোকহিতকর এবং সমাজসংস্কারমূলক যাবতীয় কাজে আন্তরিকভাবে যুক্ত হন তিনি রামমোহনের সঙ্গে। অবশ্য দুজনের ধর্মমত সম্পূর্ণ দুরকম ছিল। দ্বারকানাথের পরিবার ঘোর বৈষ্ণব ছিল একদা; কিন্তু ১৮৪২ এবং ১৮৪৪ এই দুবার বিলেত যাওয়ার কারণে দ্বারকানাথের বৈষ্ণবোচিত নিষ্ঠা হ্রাস পায়। ব্যক্তিজীবনে তাঁর সৌন্দর্যতৃষ্ণা, বিলাসিতা, সম্পদে আসক্তি, বৈভবপ্রিয়তা বাড়ে আর একইসঙ্গে হিন্দুধর্মের সংস্কারপ্রিয়তা কমে। অন্যান্য আত্মীয়কুটুম্বদের ধর্মবিশ্বাস-প্রবণতায় আঘাত পড়বে বলে নিজে বৈঠকখানার বাহির-বাড়িতে থাকতেন। দ্বারকানাথের আগ্রহে ও অর্থানুকূল্যে চারজন বাঙালি ছাত্র ডাক্তারি শিক্ষার জন্যে বিলেত গিয়েছিলেন। এই পরোপকারধর্মিতায় রামমোহনের সঙ্গে দ্বারকানাথের চেতনার সাদৃশ্য ছিল। রামমোহনের প্রয়াণের তেরো বছর পর দ্বারকানাথ ইংলন্ডের মাটিতেই একান্ন বছর বয়সে প্রয়াত হন। না, গল্পটার শেষ এখানে নয়; বরং সূত্রপাত এখানেই। দ্বারকানাথের তেজস্বিনী স্ত্রী দিগম্বরী দেবী স্বধর্মনিষ্ঠায় অত্যন্ত কঠিন ছিলেন। বিদেশিদের সঙ্গে পান-আহারে রত স্বামীকে তিনি সম্পর্করক্ষা থেকে মুক্তি দিয়ে বর্জন করেছিলেন। প্রায় ব্রহ্মচর্য ধর্ম পালন করেছিলেন তিনি আমৃত্যু। দ্বারকানাথ ও দিগম্বরীর পাঁচ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই শুধুমাত্র দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) জন্মের সময় দ্বারকানাথের বয়স মাত্র ২৩, তাই অতি সাধারণ অবস্থা থেকে বাবার বৈভবময় অবস্থার মধ্যেই লালিত হন দেবেন্দ্রনাথ। ১৮৩৪ সালে যখন দ্বারকানাথ কার-ঠাকুর কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন; তখন বড়ো ছেলে দেবেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র সতেরো। বিদেশিদের সঙ্গে পরিচয়, আমোদ-প্রমোদ, সভা-সমিতি—সর্বত্র দেবেন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিতেন তাঁর পিতা;

সৌজন্যে SINCE 1939 P. C. CHANDRA JEWELLERS A jewel of jewels